বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩

প্রকাশকাল: অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি.

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি

মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক

সম্পাদকমন্ডলী:

এ.কে.এম. লুৎফুর রহমান সিদ্দীক
পরিচালক

মোঃ হাদিসুর রহমান
লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার

আফরোজা খাতুন
সহকারী লাইব্রেরিয়ান কাম-ক্যাটালগার

মোঃ আরাফাত আলী
গ্যালারি এ্যাসিস্ট্যান্ট

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা:

রবিন বসাক
আর্টিস্ট

যোগাযোগ:

লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
মোবাইলঃ ০১৭৩৩৫৮৫৭৪১
ই-মেইল : infonmst@gmail.com
website: www.nmst.gov.bd

বাণী

দেশের জনগণ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা সৃষ্টি এবং একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ে তোলা জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের লক্ষ্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বিজ্ঞান জাদুঘর, যা দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান অনুরাগ সৃষ্টি এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তা সৃজনে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে বিজ্ঞান জাদুঘরের সৃজনশীল কর্মকান্ডের প্রতিফলন এ বার্ষিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ গঠন এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় জাতিকে সমৃদ্ধ করে একটি উন্নত দেশ গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সকল সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করছে। বিজ্ঞান জাদুঘরের কাজে গতিশীলতা আনয়নে বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে মহান জাতীয় সংসদে 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন-২০১০' পাসের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি তখন থেকে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দেশব্যাপী শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে কাজ করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় বিজ্ঞান জাদুঘর ৬৪টি জেলা, ৪৯৩টি উপজেলায় স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও নবীন বিজ্ঞানীদের নিয়ে বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা সৃজনে বিজ্ঞান জাদুঘরের এ কার্যক্রম প্রশংসনীয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের কাতারে নিয়ে যেতে যে রূপকল্প নিয়ে কাজ করছেন, বিজ্ঞান জাদুঘরের এসব সৃষ্টিশীল কার্যক্রম সেই লক্ষ্য পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

বিজ্ঞান জাদুঘর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সম্পৃক্ত করে দেশের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞকে মানুষের মাঝে তুলে ধরার মাধ্যমে একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, এ বিশ্বাস আমার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

স্থপতি ইয়াফেস ওসমান
মাননীয় মন্ত্রী
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাণী

বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারি কাজে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মানদন্ড। প্রতিবারের মতো ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। বছরজুড়ে নানা কার্যাবলি ও কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতির সচিত্র উপস্থাপনা স্থান পেয়েছে এ প্রতিবেদনে। 'একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও সরকারের রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে বিজ্ঞান জাদুঘর।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বাংলাদেশের একমাত্র অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সর্বসাধারণের মাঝে বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তিতে দক্ষ জতি গঠনের যে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন, তারই অংশীদার হিসেবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর অবদান রাখছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বিজ্ঞান জাদুঘর সারা দেশে তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞানকে আকর্ষণীয় করতে এবং বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত দেশব্যাপী আয়োজন করা হচ্ছে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী। এছাড়া বিভিন্ন বিজ্ঞানসেবী সংগঠকদের গবেষণার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান, সারা দেশের জেলা ও উপজেলায় বিজ্ঞান ক্লাব গঠন, বিজ্ঞান সপ্তাহ উদ্‌যাপনসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিজ্ঞান জাদুঘর বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। মূলত বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তিনির্ভর ও আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠন করা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অন্যতম লক্ষ্য। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা হিসেবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বলে আমি মনে করি।

এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

জিয়াউল হাসান, এনডিসি
সিনিয়র সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

মহাপরিচালকের বাণী

বিশ্বজুড়ে সভ্যতার বিবর্তন ও উন্নয়নের পশ্চাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের ইতিহাস শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর সাথে সম্পৃক্ত মানুষের উদ্ভাবনী সাফল্য। মানুষের জীবনযাত্রা আজ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় সহজ হয়েছে। বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার ও উদ্ভাবনগুলোর সঙ্গে শিক্ষার্থী, তরুণ বিজ্ঞানী ও মানুষের সেতুবন্ধন স্থাপনের লক্ষ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রার স্রোতধারায় মিলিত হয়ে বিশুদ্ধ আনন্দ ও নিষ্কলুষ বিনোদনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার সৌরভকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে বিজ্ঞান জাদুঘর। দীর্ঘ ৫৮ বছরের পথ পরিক্রমায় বিজ্ঞান জাদুঘর সমগ্র দেশজুড়ে এর কার্যক্রমের বিস্তার ঘটিয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় দেশের সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় বিজ্ঞানভিত্তিক বহুমাত্রিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষাকে সহজবোধ্য করতে বিজ্ঞান জাদুঘরের উদ্ভাবনী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী। এছাড়া প্রতি বছর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের আওতায় বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক সভা ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এসব কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও মননে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ সৃষ্টি করছে এবং আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে তাদেরকে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করছে। বিজ্ঞান শিক্ষা তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত এবং সততা ও নৈতিকতায় উজ্জীবিত করে বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে আলোকিত ও বর্ণিল করবে, এ প্রত্যাশা করি। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত সার্বিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রতিফলিত হয়েছে এ প্রতিবেদনে।

এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
অর্ধশতাব্দীর পথপরিক্রমায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	০৭
রূপকল্প	০৮
অভিলক্ষ্য	০৮
পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বে যারা	০৮-০৯
প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	১০
প্রবিধানমালা	১০
একনজরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মৌলিক কার্যাবলি	১০
১০ বছরের বাজেট চিত্র	১১
একনজরে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট	১২
একনজরে ২০২২-২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম	১৩
প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের স্বীকৃতি: ISO সার্টিফিকেট অর্জন	১৩
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিবর্তনের ইতিহাস সমৃদ্ধ ১০টি গ্যালারি	১৪
হালদা নদীর ডলফিন	১৫
বুলেটপ্রুফ গাড়ি	১৫
পদ্মা সেতুর 3D মডেল	১৬
মেট্রোরেলের মডেল	১৬
3D প্রিন্টার	১৭
উদ্ভাবনী কার্যক্রম	১৭
শিশু-কিশোরদের রকেট তৈরি কর্মশালা	১৭
বিজ্ঞান বক্তৃতার আয়োজন	১৮
রোবোটিকস চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা	১৮
দেশজুড়ে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী	১৯
টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ	২০
৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপন	২০
বিজ্ঞান মেলা	২০
বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড	২২
বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা	২২
বিজ্ঞান বিষয়ক নাটিকা	২৩
কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ	২৪
প্রকল্প মুল্যায়ন: জুনিয়র গ্রুপ	২৪
প্রকল্প মুল্যায়ন: সিনিয়র গ্রুপ	২৫
প্রকল্প মুল্যায়ন: বিশেষ গ্রুপ	২৫
৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার কিছু আলোকচিত্র	২৬-২৮
জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড	২৯
৭ম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড	২৯
৭ম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড বিজয়ী	৩০
জুনিয়র গ্রুপ	৩০
সিনিয়র গ্রুপ	৩০
৭ম জাতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ	৩০
৭ম জাতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আলোকচিত্র	৩১-৩২
কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী	৩৩
শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র	৩৩
দরিদ্র ও দুস্থ শিশুদের জন্য উন্মুক্ত বিজ্ঞান জাদুঘর	৩৪
বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার	৩৫
খাদ্য নিরাপত্তা সেমিনার	৩৫
জলবায়ু রক্ষা সেমিনার	৩৬
মেট্রোরেল নিয়ে বিশেষ অধিবেশন	৩৬
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	৩৭
অফিস শিষ্টাচার ও আচরণবিধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৩৭
শিক্ষার্থীদের নিয়ে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ	৩৮
লার্নিং সেশন	৩৮
অংশীজনের সভা	৩৯
উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় নতুনত্ব	৩৯
S2-ACN Piper বিমান স্থাপন	৩৯
গাংচিল মিলনায়তন সংস্কার	৩৯
সংস্থার নতুন গ্যারেজ নির্মাণ	৪০
দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল স্থাপন	৪০
শিশু কর্নার আধুনিকায়ন	৪০
জাতীয় বিভিন্ন দিবস ও অনুষ্ঠান পালন	৪১
শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন	৪১
বিজয় দিবস উদ্‌যাপন	৪১
শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্থে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ	৪২
চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন	৪৩
জাতীয় দিবসসমূহে রচনা প্রতিযোগিতা	৪৪
বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন	৪৪
প্রকাশনায় প্রচারণায় বিজ্ঞান শিক্ষা	৪৪
সবুজায়নের প্রাণ প্রকৃতিতে বিজ্ঞান জাদুঘর	৪৬
সবুজায়নের নতুন মাত্রা: ছাদবাগান	৪৭
নিয়োগ এবং পদোন্নতি কার্যক্রম	৪৭
বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা	৪৮
বঙ্গবন্ধু মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র প্রকল্প	৫০
একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ নিয়ে আগামীর অভিযাত্রা	৫১

অর্ধশতাব্দীর পথপরিক্রমায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞানবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এ প্রতিষ্ঠান নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সমগ্র বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত এ জাদুঘর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ও সময়ের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গ্যালারিসমূহের ক্রমাগত উন্নয়ন সাধনের জন্য আধুনিক প্রদর্শনী-বস্তু সংযোজন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে বহুমাত্রিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটিয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে দেশব্যাপী বিজ্ঞান ক্লাবসমূহের উদ্যোগে নিয়মিত বিজ্ঞান বক্তৃতা, বিজ্ঞান সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এখানে অবজারভেটরি বাস, মিউজিয়াম বাস ও 4D মুভি বাসের মাধ্যমে দেশের সব শ্রেণির মানুষকে বিজ্ঞানের আবিষ্কার, বিবর্তন ও উদ্ভাবন পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেওয়া হয়। মহাকাশের বিপুল সম্ভাবনাময় ও রহস্যময় দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আয়োজন করা হয় মহাকাশ পর্যবেক্ষণ ক্যাম্প। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালে এ প্রতিষ্ঠান একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। পৌনে ৫ একরের একখন্ড জমিতে ১৯৮১ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ভবনে কার্যক্রম শুরু হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞান সমৃদ্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানের একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০ অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নিজস্ব ক্যাম্পাসে জাদুঘরটিকে সম্প্রতি প্রাণ-প্রকৃতির বৈচিত্র্যে ও আধুনিক স্থাপত্যশৈলীতে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

রূপকল্প (Vision)

একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন করা এ প্রতিষ্ঠানের রূপকল্প।

অভিলক্ষ্য (Mission)

বিজ্ঞানবিষয়ক প্রদর্শনী-বস্তুর মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয়করণ এবং তরুণ প্রজন্মকে উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা এ প্রতিষ্ঠানের অভিলক্ষ্য।

পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বে যাঁরা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০-এর ধারা ৫-এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে সভাপতি, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালককে সদস্যসচিব করে মোট ১৩ সদস্যের পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়। ২০২২-এ পুনর্গঠিত পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ:

২০২২-২৩ পরিচালনা পরিষদের দায়িত্বে যাঁরা

ক্রমিক নং	নাম, পদবি ও ঠিকানা	বোর্ড পদবি
১	জনাব জিয়াউল হাসান, এনডিসি সিনিয়র সচিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	জনাব রেখা রানী বালো অতিরিক্ত সচিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়	সদস্য
৩	জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান	সদস্য
৪	ডাঃ অশোক কুমার পাল চেয়ারম্যান বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	সদস্য
৫	জনাব মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী, এনডিসি অতিরিক্ত সচিব অধিশাখা-১, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৬	অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার গণিত বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	সদস্য
৭	অধ্যাপক ড. খন্দকার সাব্বির আহমেদ স্থাপত্য বিভাগ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৮	অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	সদস্য
৯	প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সালনা, গাজীপুর	সদস্য
১০	প্রফেসর ড. মো. খালেদ হোসেন প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	সদস্য
১১	অধ্যাপক ড. এ. এ. মামুন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা	সদস্য
১২	জনাব মোঃ আঃ রাজ্জাক সরকার যুগ্ম সচিব (পিএসসি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	জনাব মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী মহাপরিচালক জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, ঢাকা।	সদস্যসচিব

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে একজন মহাপরিচালকসহ মোট ১৮২টি অনুমোদিত পদে বর্তমানে ১৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত। এর মধ্যে ৭৪ জন রাজস্ব পদের এবং ৭৬ জন আউটসোর্সিং পদের। বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা এ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রবিধানমালা

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের 'জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১১' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রবিধানমালা রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক সর্বোচ্চ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী।

একনজরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মৌলিক কার্যাবলি

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের কার্যক্রম মূলত ৪টি ভাগে বিভক্ত। যথা:

(ক) প্রদর্শনী কার্যক্রম
(খ) উদ্ভাবনী কার্যক্রম
(গ) শিক্ষামূলক কার্যক্রম
(ঘ) প্রকাশনা কার্যক্রম

বিস্তারিত কার্যক্রম নিম্নরূপ

- গ্যালারিতে স্থাপিত বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীবস্তুর প্রদর্শনী;
- প্রদর্শনী বস্তুসমূহের ওপর স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার জন্য বিষয়ভিত্তিক বর্ণনা উপস্থাপন;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক ভিডিও শো এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতামালা, সেমিনার, অলিম্পিয়াড, কুইজ প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞানবিষয়ক অনুষ্ঠানের আয়োজন;
- উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে রাজধানীতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের আয়োজন;
- তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রকল্পের স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান;
- টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক বিভিন্ন ঘটনায় (চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, ধূমকেতু, উল্কাপাত ইত্যাদি) মহাকাশ পর্যবেক্ষণ;
- জ্ঞানপিপাসু পাঠক ও নবীন বিজ্ঞানীদের জন্য গ্রন্থাগার সেবা কার্যক্রম;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তথ্য এবং গবেষণাভিত্তিক প্রকাশনা কার্যক্রম;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রাচীন নিদর্শন ও আধুনিক প্রযুক্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন;
- ভ্রাম্যমাণ মিউজিয়াম বাসের মাধ্যমে সারা দেশে উন্মুক্ত বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন;
- বিজ্ঞান ক্লাবসমূহ নিবন্ধন ও বৈজ্ঞানিক সৃজনশীল কার্যক্রমে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষ আবিষ্কার ও অবদানের স্বীকৃতিসূচক পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানসামগ্রী ক্রয়ের জন্য অনুদান প্রদান।

১০ বছরের বাজেট চিত্র

২০১৩-১৪ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ:

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
২০১৩-১৪	২৪৩
২০১৪-১৫	৩২৪.৫৬
২০১৫-১৬	৫০৪.১৯
২০১৬-১৭	৭২১.৮৪
২০১৭-১৮	৯১৪.৭৫
২০১৮-১৯	১২২৩
২০১৯-২০	২১০০
২০২০-২১	২০৭৫
২০২১-২২	২৪৫৩.৩৬
২০২২-২৩	২০০১.৪১

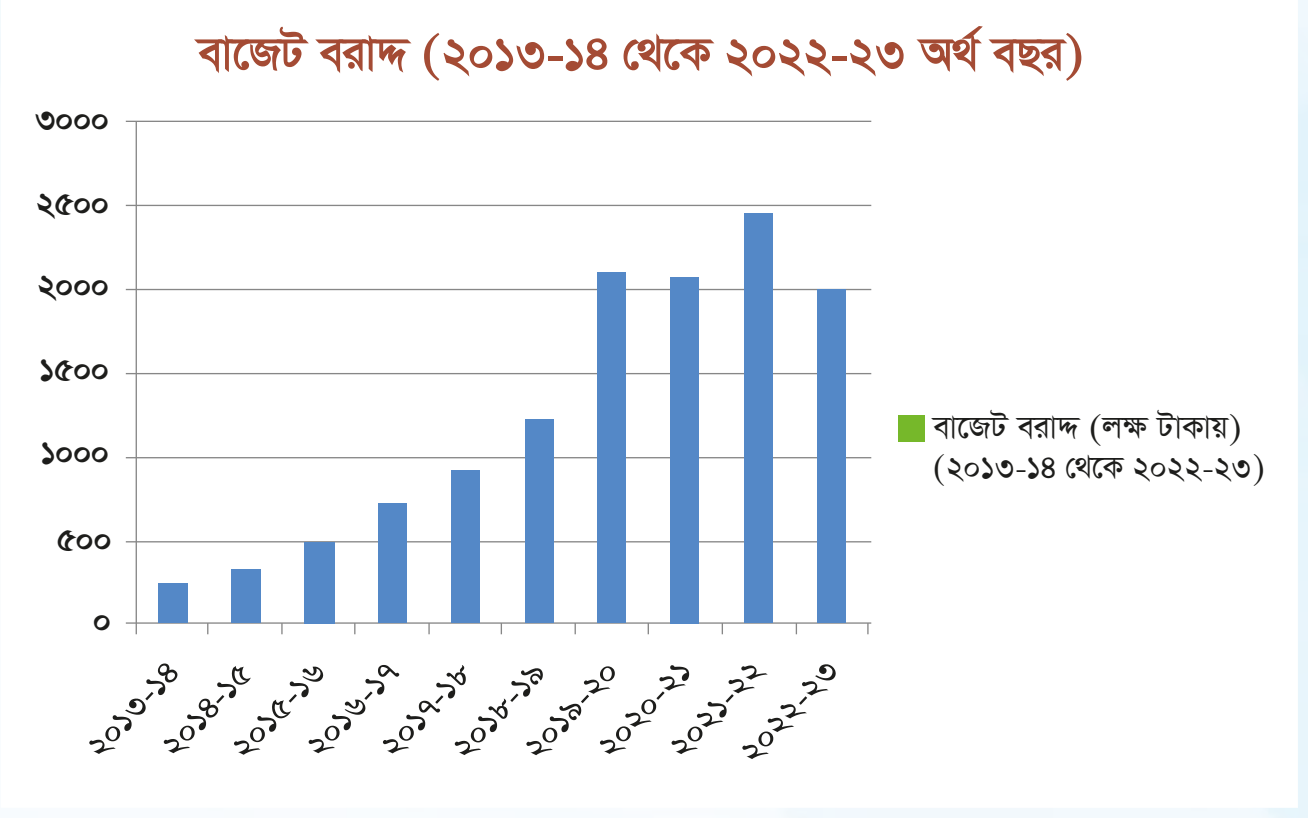

একনজরে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয় বিবরণী

বিবরণ	বরাদ্দকৃত অর্থ (২০২২-২৩)	বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ব্যয়
আবর্তক অনুদান		
বেতন বাবদ সহায়তা	১,৯৫,৫২,০০০	১,৮৮,০০,৩৭১
ভাতাদি বাবদ সহায়তা	১,৭২,১১,০০০	১,৬৬,৯০,২৮২
পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৯,৫০,১০,০০০	৮,১৬,২৬,৩১৭
পেনশন ও অবসর সহায়তা	১,৪৪,২২,০০০	১,৪৩,৬৮,২০০
বিশেষ অনুদান	৪,৭২,০০,০০০	৪,৭১,৭৯,০৩৪
গবেষণা অনুদান	৯,০০,০০০	৮,৯৫,৭৭৫
অন্যান্য অনুদান	১,২০,০০০	১,১৯,৫২০
যন্ত্রপাতি অনুদান	৫৩,৫০,০০০	৪৮,২২,৪০১
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	২,৫০,০০০	০
অন্যান্য মূলধন অনুদান	১,২৬,০০০	৯৬,৭৯৫
সর্বমোট	**২০,০১,৪১,০০০**	**১৮,৪৫,৯৯,০০৪**
কথায়	বিশ কোটি এক লাখ একচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র।	আঠারো কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ নিরানব্বই হাজার চার টাকা মাত্র

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ২০২২-২৩ অর্থবছর (জুলাই-জুন)

এক নজরে কার্যক্রমের বিবরণী-

বিষয়-কার্যক্রম	সংখ্যা
ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী	৩৩৪
বিজ্ঞানবিষয়ক সভা, সেমিনার, বক্তৃতামালা ও কর্মশালা	৩০২
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা	৫৬৮
বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড	৫৬৬
বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ, চিত্রাঙ্কন ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা	৬১৪
টেলিস্কোপ প্রদর্শনী, অবজারভেটরির মাধ্যমে আকাশ পর্যবেক্ষণ	১৬০
মুভি ও অবজারভেটরি বাসের দর্শক সংখ্যা	১,১৩,৯৯৭
জাদুঘরের দর্শক সংখ্যা	১,৩৫,৬২৮
জাদুঘরে আগত সরকারি কর্মকর্তা	প্রায় ১০০০ জন

প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের স্বীকৃতি: ISO সার্টিফিকেট অর্জন

সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আন্তর্জাতিক সনদ আইএসও (ISO) অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানের এ অসামান্য সাফল্য অর্জনের ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমানের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সনদ তুলে দেওয়া হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজ্ঞান জাদুঘরের এ অর্জন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুকরণীয়। অফিস ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ, দর্শনার্থীদের সেবায় অসাধারণ সাফল্য, দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান অনুরাগ সৃষ্টি এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তা সৃজনে অসাধারণ প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অর্জনের ভিত্তিতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইএসও সনদ অর্জন করে সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের 'আর অ্যান্ড জি' কনসালট্যান্ট নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা 'এজেএ ইউরোপ লি:' নামক প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান জাদুঘরকে আইএসও ISO 9001:2015 সার্টিফিকেট প্রদান করে। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন, 'সরকারি অফিসে আইএসও নিয়ে কখনো ভাবা হয় না, এক্ষেত্রে বিজ্ঞান জাদুঘরের এ অর্জন অবিশ্বাস্য। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে আইএসও প্রয়োগের আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশকে এগিয়ে নেওয়ার এটাই সুবর্ণ সময়, এক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।'

মাননীয় মন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব মহোদয়ের হাত থেকে ISO সনদ গ্রহণ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিবর্তনের ইতিহাস সমৃদ্ধ ১০টি গ্যালারি

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে প্রায় ৪০০টি বিজ্ঞানবিষয়ক ঐতিহাসিক এবং প্রাচীন ও আধুনিক প্রদর্শনী-বস্তু রয়েছে। সব কটি গ্যালারিই দুর্লভ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারভিত্তিক যন্ত্রপাতির সংগ্রহশালা। ১০টি বিষয়ভিত্তিক গ্যালারিতে এসব প্রদর্শনী বস্তু নিয়মিত প্রদর্শন করা হয়। গ্যালারিগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ১) পদার্থবিজ্ঞান গ্যালারি ২) শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারি ৩) তথ্যপ্রযুক্তি গ্যালারি ৪) জীববিজ্ঞান গ্যালারি ৫) মজার বিজ্ঞান গ্যালারি ৬) মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি ৭) শিশু গ্যালারি ৮) ইনোভেশন গ্যালারি ৯) এভিয়েশন গ্যালারি এবং ১০) জীববৈচিত্র্য গ্যালারি। পরিদর্শনের জন্য প্রচলিত টিকিটের পাশাপাশি ই-টিকিটের ব্যবস্থা রয়েছে। এসব গ্যালারির জন্য সম্প্রতি চীন থেকে প্রায় কোটি টাকা মূল্যের আন্তর্জাতিক মানের নিম্নোক্ত ১৬টি আধুনিক প্রদর্শনী-বস্তু সংগ্রহ করা হয়েছে।

01. Fletcher Train (Newton's 2nd Law of Motion)
02. Archimedes Principle
03. Brachistochrone
04. Hyperbolic Slot
05. Which on rolls fast
06. Wonderful Trajectories
07. Obedient Little Ball
08. Peep at Infinity
09. Tesla Coil
10. Dancing Paper Clip
11. Spin The Silver Egg
12. Sound Standing Wave
13. Laser Harp
14. Magnetic Levitation Train
15. Formation Of Tornado
16. Lightning Flashes & Thunder Rumbles

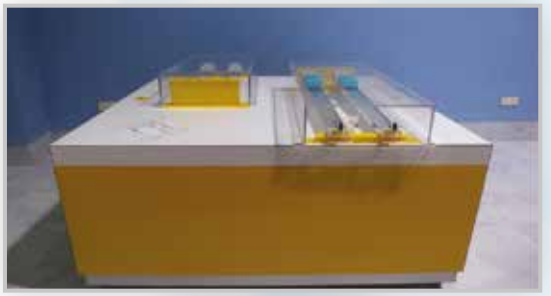

চীন থেকে সংগৃহীত কয়েকটি প্রদর্শনী বস্তু

এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে গ্যালারি সজ্জায় নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে নানা প্রদর্শনী-বস্তু।

হালদা নদীর ডলফিন

জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান জাদুঘর ভ্রমণের আগ্রহকে বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে চট্টগ্রামের হালদা নদীর ডলফিন। নবনির্মিত জীববৈচিত্র্য গ্যালারিতে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে ডলফিনটি। সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধীন 'হালদা রিসার্চ ল্যাব' থেকে ডলফিনটি সংগ্রহ করা হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরীর কাছে ডলফিনটি হস্তান্তর করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান ও হালদা রিসার্চ ল্যাবের পরিচালক এবং নদী বিশেষজ্ঞ ড. মোঃ মনজুরুল কিবরিয়া।

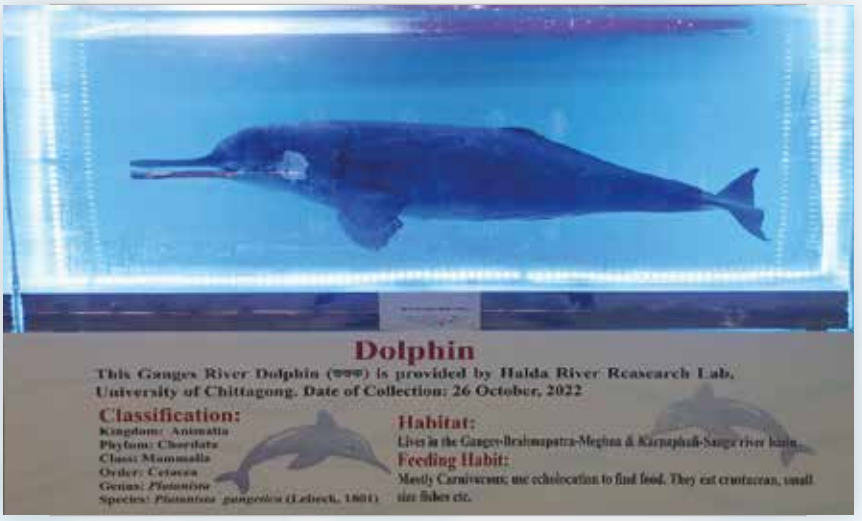

বুলেটপ্রুফ গাড়ি

বিজ্ঞান জাদুঘরে সম্প্রতি ঐতিহাসিক প্রদর্শনী-বস্তু হিসেবে একটি বুলেটপ্রুফ গাড়ি সংযোজন করা হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহৃত মার্সিডিজ বেঞ্জের এ গাড়িটি সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। দর্শনার্থীদের মধ্যে বুলেটপ্রুফ গাড়ির নির্মানশৈলী এবং এর প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে এ গাড়িটি সংগ্রহ করে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ। গাড়িটিকে বিজ্ঞান জাদুঘরের শিল্পপ্রযুক্তি গ্যালারি-সংলগ্ন লবিতে স্থাপন করা হয়েছে। গাড়িটির মূল্য প্রায় ছয় কোটি টাকা এবং ওজন প্রায় সাড়ে তিন মেট্রিক টন।

পদ্মা সেতুর 3D মডেল

সম্প্রতি বিজ্ঞান জাদুঘরে স্থান পেয়েছে পদ্মা সেতুর একটি থ্রি-ডি (3D) মডেল। পদ্মা সেতু বাংলাদেশে উন্নয়নের ইতিহাসে এক অনন্য মাইলফলক। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ২৬ জুন পদ্মা সেতু জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়। তখন থেকে সেতুটি সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ ও কৌতূহল বাড়ছে।

বিজ্ঞান জাদুঘরে পদ্মা সেতুর এ মডেল জনসাধারণের জানার পরিধি এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধিকে বড় করবে। সেতু নির্মাণের কলাকৌশল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুললে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রকৌশলীরাই তাদের মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে সেতু নির্মাণ করবেন এমন প্রত্যাশা জাদুঘর কর্তৃপক্ষের।

মেট্রোরেলের মডেল

ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজীকরণে গণপরিবহনে এক যুগান্তকারী সংযোজন মেট্রোরেল। এটা মানুষের যাতায়াতকে যেমন সহজতর করেছে, তেমনি সময়ের অপচয় রোধ করেছে বহুগুণে। মেট্রোরেল নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। এর নির্মাণশৈলী ও কলাকৌশল বিজ্ঞানের এক অনবদ্য উদ্ভাবন। এ সম্পর্কে দর্শনার্থীদের স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যেই সম্প্রতি বিজ্ঞান জাদুঘরে মেট্রোরেলের এ মডেল স্থাপন করা হয়েছে।

3D প্রিন্টার

এটি এমন এক ডিভাইস, যা যেকোনো বাস্তব বস্তুর ত্রিমাত্রিক রেপ্লিকা তৈরি করতে সক্ষম। একটি সম্পূর্ণ ৩উ প্রিন্টারের ৩টি অংশ রয়েছে-মেশিন প্রোপার, কম্পিউটার এবং ত্রিমাত্রিক ছবি তোলার জন্য একটি ক্যামেরা বা স্ক্যানার। যে বস্তুটিকে প্রিন্ট করা হবে প্রথমে স্ক্যানারের সাহায্যে তার একটি ত্রিমাত্রিক ছবি তোলা হয়। বস্তুটির সব দিক ঘুরিয়ে সব খুঁটিনাটি অংশ ক্যামেরায় ধারণ করা হয়। এবার এ ইমেজটিকে কম্পিউটারে প্রসেস করা হয়। কম্পিউটারে ইচ্ছামতো এডিটও করা যায়, যেমন আকার পরিবর্তন, কোনো অংশ বাদ দেওয়া বা সংযোজন বা রং পরিবর্তন ইত্যাদি। এবার প্রসেসিং শেষে প্রিন্ট দিলেই মেশিন প্রোপারে রাখা ম্যাটেরিয়ালের সাহায্যে বস্তুটির একটি বাস্তব রেপ্লিকা তৈরি হয়ে যায়। অর্থাৎ যদি কোনো মানুষের ত্রিমাত্রিক ছবি তোলা হয়, তবে এই প্রিন্টার তার একটি ত্রিমাত্রিক কপি তরি করে দেবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনকে উন্নতির নবতর আঙ্গিকে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ লক্ষ্যে দেশের তরুণ উদ্ভাবক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞান জাদুঘর প্রতিবছর নানা উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া দেশের তরুণ শিক্ষার্থী ও গবেষকদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে পৃষ্ঠপোষকতার লক্ষ্যে সম্প্রতি আয়োজন করে শিশু-কিশোরদের রকেট তৈরির প্রতিযোগিতা।

শিশু-কিশোরদের রকেট তৈরির ধারণা দিতে কর্মশালা

তৃতীয় বারের মতো আয়োজিত হয় রকেট মেকিং ওয়ার্কশপ। যেখানে অংশ নেয় ৪ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু-কিশোররা। মূলত শিশু-কিশোরদের মাঝে বিজ্ঞানচর্চা বাড়াতে এবং বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে শিশু-কিশোরদের সম্পৃক্ত করতে এই উদ্যোগ। বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম ও স্পেস ইনোভেশন ক্যাম্পের আয়োজনে গত ১৮ মার্চ, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এ রকেট মেকিং কর্মশালা। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে আয়োজিত এ কর্মশালায় অংশ নেয় অর্ধশতাধিক শিশু-কিশোর।

কর্মশালায় মডেল রকেট বানানো, রকেটের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জানা, রকেট উৎক্ষেপণের পাশাপাশি এর ইতিহাস, কাজের ধরন সম্পর্কে জানতে পারে শিশু-কিশোররা। তারা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে মডেল রকেট, ওয়াটার রকেট এবং ভেহিক্যাল রকেট তৈরি করে। এ কর্মশালা মহাকাশ, রোবট ও বিজ্ঞান নিয়ে শিশুদের অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে আশা করা হচ্ছে। মজার মজার প্রজেক্ট তৈরি করে খেলার ছলে বিজ্ঞানকে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞান বক্তৃতার আয়োজন: জ্ঞানচর্চার অনন্য মাধ্যম

শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক সভা ও বক্তৃতা বিজ্ঞান জাদুঘরের বিস্তৃত কার্যক্রমের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। বিজ্ঞানকে নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তার উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে এ বিজ্ঞানবিষয়ক সভা ও বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞান জাদুঘর ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান বক্তৃতার পাশাপাশি বিজ্ঞান জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে নিবন্ধিত বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর সহায়তায় দেশব্যাপী এসব কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ব্যান্সডকের ইন্টার্ন শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত বিজ্ঞান বক্তৃতা

রোবোটিকস চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা

বিজ্ঞান জাদুঘরের পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় এক রোবোটিকস মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় রোবোটিকসের বিভিন্ন উপকারিতা তুলে ধরে নানা প্রকল্প উপস্থাপিত হয়। এ রোবোটিকস মেলার উদ্বোধন করেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায় রোবোটিকস বর্তমানে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে রোবোটিকস প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে রোবটকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সহজে সম্পাদিত হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে একীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে দেশের রোবোটিকস প্রযুক্তির উন্নয়ন এখন সময়ের দাবি। এ লক্ষ্যে দেশের খুদে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মধ্যে রোবোটিকস চর্চার বিস্তার ঘটানোর ক্ষেত্রে বিজ্ঞান জাদুঘরের পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকবে।

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত রোবোটিকস মেলায় মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী

দেশজুড়ে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী

ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বিজ্ঞান শিক্ষা উৎসাহিতকরণে অনন্য এক প্রচেষ্টা। বিজ্ঞান শিক্ষার সৌরভকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বিজ্ঞান জাদুঘর সারাদেশে বছরব্যাপী এ কার্যক্রম পরিচালনা করে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২০২২-২৩ সালে দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩৩০টি। এ লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে বিজ্ঞান জাদুঘরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ৩৩৪টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মসূচির আওতায় মিউজিয়াম বাস, মুভিবাস ও মহাকাশ পর্যবেক্ষণ বাস শিক্ষার্থীদের উপভোগের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ বাসগুলোর মাধ্যমে সারা বছর রাজধানীর বাইরে জেলা, উপজেলা ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনা মূল্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

দেশের নানা প্রান্তে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান ও টেলিস্কোপ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়

বিপিএটিসি'তে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী বিসিএস কর্মকর্তাদের জন্য বিজ্ঞান জাদুঘরের ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর একাংশ

সাভার সেনা পবলিক স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে বিজ্ঞান জাদুঘরের ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে মিউজিয়াম বাস ও মুভি বাস পরিদর্শন করে শিক্ষার্থীরা

টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ

মহাকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রসহ মহাকাশ বিজ্ঞানের অজানা দিক শিক্ষার্থীদের কাছে উন্মোচিত করা হয়। এ কর্মসূচির লক্ষ্য, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্থবিরতা দূর করে সৃজনশীলতা তৈরি করা এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করে প্রযুক্তির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা। বর্ণিত অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৬০টি টেলিস্কোপ প্রদর্শন কর্মসূচির আয়োজন করে।

বান্দরবানের লামা উপজেলায় জ্ঞান বিজ্ঞানের অতলগহ্বরে মহাকাশের সন্ধানে দর্শনার্থীরা

৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপন

২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের উদ্যোগে দেশজুড়ে উদ্‌যাপিত হয় ৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ। এর আওতায় ছিল বিজ্ঞান মেলা, কুইজ ও অলিম্পিয়াড। এতে অংশ নেয় প্রায় ৪ লাখ শিক্ষার্থী। শিশু-কিশোর ও তরুণ শিক্ষার্থীদের হৃদয়মূলে বিজ্ঞান চেতনা অঙ্কুরিত করাই এ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ আয়োজনের লক্ষ্য।

বিজ্ঞান মেলা

দেশজুড়ে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে। উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা জেলা পর্যায়ের বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিজ্ঞান মেলার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৬৫টি। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আয়েজিত বিজ্ঞান মেলার সংখ্যা ৫৬৮টি ।

খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলায় আয়োজিত বিজ্ঞান মেলা

নরসিংদী জেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক

বিজ্ঞান মেলায় খুদে বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রকল্প পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করেন জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা

ঝিনাইদহ জেলায় ৪৪তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ-২০২৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিজ্ঞান মেলা ও বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক। উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রতিনিধিরা

বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড

দেশজুড়ে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা জেলা পর্যায়ে জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে এবং জেলা পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে অংশগ্রহণ করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৬৫টি। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দেশব্যাপী ৫৬৬টি বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড আয়োজন করে।

রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলায় আয়োজিত ৭ম বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা

বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা

দেশজুড়ে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা জাতীয় বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উপজেলা পর্যায়ে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা জেলা পর্যায়ে এবং পর্যায়ক্রমে বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৭০টি। দেশব্যাপী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ৬১৪টি বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

গোয়ালন্দ উপজেলায় কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থী

বিজ্ঞান বিষয়ক নাটিকা

বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও প্রসার ছাড়া জাতির অগ্রযাত্রা সম্ভব নয়। আর বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষাকে সহজভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানকে তৃণমূল থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত খুব সহজভাবে তুলে ধরতে বিজ্ঞানবিষয়ক নাটিকার ভূমিকা অপরিসীম। সে লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হয় বিজ্ঞানবিষয়ক নাটিকা। এর মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী, সাধারণ ছাত্র ও জনমানুষের গভীরে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ তৈরি হয়। এতে মানুষ যেমন বিজ্ঞান সচেতন হয়, তেমনি দূর হয় অজ্ঞতা ও কুসংস্কার।

বিজ্ঞানবিষয়ক নাটিকা 'নিদাঘ'

বিজ্ঞানবিষয়ক নাটিকা 'ঋতুর আকুতি'র শিল্পীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মহাপরিচালক

কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপন (১৯-২১ জুন, ২০২৩)

দেশের তরুণ সমাজ তথা শিক্ষার্থীদের সুপ্ত ও সৃজনশীল চিন্তাচেতনার প্রস্ফুটন ও বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন বাস্তব ধারণা দিয়ে সর্বস্তরে বিজ্ঞান অনুরাগ ও বিজ্ঞান বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত ৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান অনুরাগীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি ও তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশে উৎসাহ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশজুড়ে আয়োজিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিজয়ী হয়ে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় জুনিয়র, সিনিয়র এবং বিশেষ গ্রুপে অংশগ্রহণ করে। জুনিয়র, সিনিয়র এবং বিশেষ গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়সহ প্রতি গ্রুপে ৮ জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী

৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের প্রকল্প মূল্যায়ন-

জুনিয়র গ্রুপ

স্থান	প্রকল্পের নাম	জেলার নাম	প্রতিযোগীর নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রথম	Ruby AI Power Robot	কুমিল্লা	সাদমান সাকিব মাহি	কুমিল্লা জিলা স্কুল
দ্বিতীয়	Alt+E (Alternative Energy)	চট্টগ্রাম	মিসবাহ উদ্দিন ইনাম ও ফাহিম ফয়সাল ইসলাম	চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ
তৃতীয়	Sanitary napkin from water hyacinth	সিলেট	নাজিবা বিনতে নোমান জারা	স্কলার্স হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ
বিশেষ (১)	Happy Wheel Chair	সাতক্ষীরা	খান প্রিন্স ইয়াসিন আরাফাত ও মেহেদি হাসান	সাতক্ষীরা পাবলিক স্কুল
বিশেষ (২)	দি মেডিকেল রোবট	ঢাকা	আন নাফি	ঢাকা রেসিডেনসিয়াল কলেজ
বিশেষ (৩)	স্মার্ট মাল্টি পারপাস ড্রোন	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মোঃ আব্দুস সিয়াম ও নাফিজ মাহফুজ	হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
বিশেষ (৪)	পর্যবেক্ষণ বিমান	মানিকগঞ্জ	বসুদেব কর	ঝিটকা আনন্দমোহন উচ্চ বিদ্যালয়
বিশেষ (৫)	বঙ্গবার্তা	বগুড়া	আরিয়ান রশিদ	বগুড়া জিলা স্কুল

সিনিয়র গ্রুপ

স্থান	প্রকল্পের নাম	জেলার নাম	প্রতিযোগীর নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রথম	Robotic Arm	বগুড়া	আল খালিফ মাহমুদ ওহী	সরকারি আজিজুল হক কলেজ
দ্বিতীয়	সমৃদ্ধ নগর ও আধুনিক চিন্তাধারা	দিনাজপুর	মেহেদী হাসান	পার্বতীপুর ক্যান্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
তৃতীয়	Dream Design	হবিগঞ্জ	বিপ্লব দেব	হবিগঞ্জ পলিটেকনিক
বিশেষ (১)	Farm widen & Electricity from CO_2	ফেনী	মোঃ সাদমান ইসলাম ও মোঃ তাসনিমুল হাসান নাফিস	ফেনী সরকারি কলেজ
বিশেষ (২)	স্মার্ট হাউস	ঠাকুরগাঁও	মিলন চন্দ্র ও তার দল	লাইফ লাইন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
বিশেষ (৩)	সৌরবিদ্যুতের সম্ভাবনা	শরীয়তপুর	আল আমিন	সরকারি শামসুর রহমান কলেজ
বিশেষ (৪)	অন্ধজনের জন্য স্মার্ট স্টিক	খুলনা	তিতাস মিত্র	সরকারি ব্রজলাল কলেজ
বিশেষ (৫)	স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্ট ক্যাম্পাস ভিশন-২০৪১	চাঁদপুর	জিহাদ আলম খন্দকার ও লুৎফুর রহমান নীরব	পুরান বাজার ডিগ্রি কলেজ

বিশেষ গ্রুপ

স্থান	প্রকল্পের নাম	জেলার নাম	প্রতিযোগীর নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রথম	Artificial Intelligence Accident Prevention System	নরসিংদী	রাফি হোসাইন ও দুর্জয় সাহা	নরসিংদী সায়েন্স অ্যান্ড রোবোটিকস ল্যাব
দ্বিতীয়	Robot +VR	যশোর	শেখ নাঈম হাসান মুন	বায়োস্কোপ ভিআর রিসার্চ ল্যাব
তৃতীয়	গ্যাস লিকেজ সিস্টেম উইথ মোবাইল	বগুড়া	ডাঃ মোঃ আশরাফুল আলম	মৌচাক বিজ্ঞান ক্লাব
বিশেষ (১)	Humanoid Robot Kito	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ত্ব-সীন ইলাহী	হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
বিশেষ (২)	Digital Railway Station	কুমিল্লা	আল আমিন	সরকারি শামসুর রহমান কলেজ
বিশেষ (৩)	Train Accident prevention	সিলেট	মোঃ নাফিস সাদিক	জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট ইংলিশ স্কুল অ্যান্ড কলেজ
বিশেষ (৪)	Fire fitting Robot	কুষ্টিয়া	আল হাসিব আরাফাত ও সাদিত রহমান	ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
বিশেষ (৫)	Use solar save water	গাজীপুর	প্রদীপ কুমার অধিকারী	ভার্চুয়াল সায়েন্স ক্লাব

৪৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার কিছু আলোকচিত্র

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলায় স্টল পরিদর্শনে মাননীয় মন্ত্রী

মহাপরিচালক মেলায় স্টল পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান মেলায় প্রকল্পের বর্ণনা উপস্থাপনার প্রস্তুতিতে কর্মব্যস্ত শিক্ষার্থীরা

বিজ্ঞান মেলায় জুনিয়র গ্রুপের স্টলে খুদে বিজ্ঞানীদের প্রকল্প উপস্থাপন

বিজ্ঞান মেলায় সিনিয়র গ্রুপের স্টলে খুদে বিজ্ঞানীদের প্রকল্প উপস্থাপন

৪৪তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে তরুণ বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

৪৪তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জিয়াউল হাসান, এনডিসি

জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড: বিজ্ঞান ও নৈতিকতা শিক্ষার অনুপ্রেরণা

উপজেলা ও জেলা পর্যায় থেকে বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে বিজয়ী হয়ে যেসব শিক্ষার্থী কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে, তাদের উদ্দেশে সংস্থার মহাপরিচালক মহোদয় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে বলেন, "শুধু চিকিৎসক, গবেষক বা বিজ্ঞানী হওয়াই জীবনের সার্থকতা নয়। সততা ও নৈতিকতা না থাকলে ডিগ্রি বা জ্ঞান অর্জন বৃথা। সৎ প্রকৌশলী, সৎ চিকিৎসক, সৎ বিজ্ঞানী কিংবা সৎ প্রশাসক না হলে বিজ্ঞানচর্চার সুফল পাওয়া যাবে না। প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচুর মেধা ছড়িয়ে আছে, সে মেধাকে উদ্ভাবনী কাজে লাগিয়ে পরিবেশদূষণ রোধ, খাদ্যে ভেজালের ঘটনা প্রতিরোধসহ জীবনমান উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে যথাযথ প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। কাজে অবহেলা ও দুর্নীতির কারণে মানুষের বিকল্প হিসেবে এখন বিশ্বজুড়ে রোবটকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, যা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের জন্য অত্যন্ত অমর্যাদাকর। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার মেধায়, সৃজনশীলতায় এবং নৈতিকতায়, তার প্রমাণ মানবজাতিকে দিতে হবে। বিজ্ঞান মুখস্থ করার বিষয় নয়। পশুপাখিকে যেভাবে খাবার গেলানো হয়, বিজ্ঞানকে সেভাবে গেলানো যায় না, বিজ্ঞান চর্চার বিষয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক বড় বড় চ্যালেঞ্জ সহজে সমাধান করা যায়। এ পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারেও আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য। বিজ্ঞান চেতনার সঙ্গে সততার চেতনার সমন্বয় ঘটিয়ে উন্নত ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব "

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন মহাপরিচালক

৭ম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড

দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা উপজেলা, জেলা পর্যায়ে জুনিয়র ও সিনিয়র গ্রুপে বিজয়ী হয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ৭ম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে জুনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করে কুমিল্লা জেলার স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাসলিমা তাসনিম লামিয়া এবং সিনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করে যশোর জেলার স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আকিজ কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষার্থী ফাহমিদা মুন্নী।

৭ম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে বিজয়ী শিক্ষার্থীকে পুরস্কার দিচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী

৭ম জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে বিজয়ী-

জুনিয়র গ্রুপ

১ম- তাসলিমা তাসনিম লামিয়া, নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা
২য়- এস. এম. মাশরুরুর রহমান, শায়েস্তাগঞ্জ ইসলামী একাডেমী এন্ড হাই স্কুল, হবিগঞ্জ
৩য়- মোঃ ফারহান মাহাদী উল আলম, নর্থল্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, লালমনিরহাট
৪র্থ- মোঃ শফিকুল ইসলাম, সিহালি উচ্চ বিদ্যালয়, বগুড়া
৫ম- তাসনীম তাবাসসুম, সাহেলা ইসহাক সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ

সিনিয়র গ্রুপ

১ম- ফাহমিদা মুন্নী, আকিজ কলেজিয়েট স্কুল, যশোর
২য়- উম্মে হাজেরা লুৎফর, সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর
৩য়- মোঃ আলাভী আল আঞ্জুম সিফাত, নটরডেম কলেজ, ঢাকা
৪র্থ- আব্দুল্লাহ আল নোমান, ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর
৫ম- রাজিয়া খানম, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা

৭ম জাতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ

দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ী হয়ে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ৭ম জাতীয় বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ৮টি বিভাগের মোট ২৪টি দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশসেরা হয় লালমনিরহাট জেলার নর্থল্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা।

৭ম জাতীয় বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার খন্ডচিত্র-

কুইজ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দেন মহাপরিচালক

৭ম জাতীয় বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ডে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা

৭ম জাতীয় বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা

বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার ফাইনালে নর্থল্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, লালমনিরহাট ও খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা

বিজ্ঞানবিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ গ্রুপের সঙ্গে মহাপরিচালক

৭ম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী

১ম- নর্থল্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, লালমনিরহাট
২য়- খুলনা জিলা স্কুল, খুলনা
৩য়- খুলনা পাবলিক কলেজ, খুলনা

শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ার ব্রত নিয়ে পথচলা জাতীয় এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞানবান্ধব পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে উন্নত বিশ্বের বিজ্ঞান জাদুঘরের আঙ্গিকে উপস্থাপনের চেষ্টা করছে। এছাড়া এখানে বিজ্ঞানবান্ধব পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি কৌতূহলোদ্দীপক চেতনা সৃজনে বিজ্ঞানবিষয়ক অত্যাধুনিক প্রদর্শনী-বস্তু সংযোজন করা হচ্ছে, যা এ কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

পদার্থবিজ্ঞান ও শিল্প প্রযুক্তি গ্যালারিতে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিখছে শিক্ষার্থীরা

এভিয়েশন গ্যালারিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জাদুঘরের প্রতিনিধিরা

দরিদ্র ও দুস্থ শিশুদের জন্য উন্মুক্ত বিজ্ঞান জাদুঘর

বিজ্ঞান শিক্ষা সবার জন্য উন্মুক্ত ও সহজবোধ্য করাই জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের অন্যতম লক্ষ্য। বিশেষ করে পথশিশুসহ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিনা মূল্যে জাদুঘর পরিদর্শন ও বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় । এর মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে যেন বিজ্ঞান চিন্তার উন্মেষ ঘটে, সে লক্ষ্যেই এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

বিজ্ঞান জাদুঘরের মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি ও সৌরবাগান চত্বরে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা

বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো বিজ্ঞান চেতনার প্রসার। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সব কার্যক্রমের সঙ্গে এ বিষয়টির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার ও আলোচনা সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করে থাকে। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রচেষ্টায় দেশব্যাপী প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানবিষয়ক সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসনের ও বিজ্ঞান জাদুঘরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞান ক্লাবের সহায়তায় এসব সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশব্যাপী ২৩০টি বিজ্ঞান সভা ও সেমিনার করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বিজ্ঞান জাদুঘরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ৩০২টি বিজ্ঞান সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

এছাড়া বিজ্ঞান জাদুঘরের নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিনিয়ত বিজ্ঞান সচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এসব সেমিনার ও কর্মশালার প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নরূপ:

* কঠোর অনুশাসন এবং প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
* বিদ্যুৎ চুরি বন্ধে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
* সুশাসন: বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নৈতিকতা
* জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অনুষঙ্গ বাস্তবায়ন
* জলবায়ু রক্ষায় শিক্ষকদের ভূমিকা
* দুর্নীতি দমন ও সুশাসন: বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নৈতিকতা
* Plastic Pollution Effects & Remedies
* Metrorail: A Scientific Revolution in Public Transport
* Rising Temperature : Global Challenge
* Scientific Food Habit : Role of Doctors'
* Transforming Society by Robotics Technology

খাদ্য নিরাপত্তা সেমিনার

স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস সুস্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম পূর্বশর্ত। খাদ্য প্রস্তুত, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে অতি মুনাফাভোগী ও অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য খাদ্যমানের ওপর এক নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করেছে। এ বিষয়ে সর্বজনীন সচেতনতা সৃষ্টি ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমিতে আইন ও প্রশাসন কোর্সে প্রশিক্ষণরত ১২৪ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে খাদ্যে ভেজালের কারণ এবং প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে এক সেমিনার আয়োজন করা হয়। খাদ্য নিরাপত্তা মানুষের মৌলিক অধিকারের অংশ। খাদ্যে ভেজাল বন্ধে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন বলে সেমিনারে বক্তারা মত প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার আহ্বান জানানো হয়।

ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে খাদ্য নিরাপত্তাবিষয়ক সেমিনার

জলবায়ু রক্ষা সেমিনার

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী আবহাওয়া ও জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তনের প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই নেতিবাচক পরিবর্তন জনজীবনে বিরূপ প্রভাব তৈরি করছে। অথচ জলবায়ুর এরূপ আচরণের জন্য সরাসরিভাবে মানুষের কিছু ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাই জলবায়ুর এরূপ নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য আমাদের মাঝে সচেতনতার

জলবায়ু রক্ষা সেমিনার

জাগরণ খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে না পারলে পৃথিবী ভয়াবহ সমস্যার মুখোমুখি হবে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) প্রশিক্ষণরত দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৩০ জন প্রধান শিক্ষককে নিয়ে বিজ্ঞান জাদুঘরে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। শিক্ষকদের আদর্শ নাগরিক গড়ার কারিগর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই তাঁদের মাধ্যমে জলবায়ু সম্পর্কিত এই গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতামূলক বার্তা শিক্ষার্থীদের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এ জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

মেট্রোরেল নিয়ে বিশেষ অধিবেশন

সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকার গণপরিবহনে এক যুগান্তকারী সংযোজন মেট্রোরেল। মেট্রোরেলের নির্মাণ কৌশল ও এর আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটকে উপজীব্য করে বিজ্ঞান জাদুঘরে এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) পরিচালক (যুগ্ম সচিব) ড. মোঃ মশিউর রহমান। তিনি মেট্রোরেলে'র বহুমাত্রিক দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

মেট্রোরেলের ওপর অধিবেশন

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

প্রশিক্ষণ মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। কর্মজীবনে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রশিক্ষণ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মোক্ষম অস্ত্র, যা মানবসম্পদ উন্নয়নে এক বিশেষ এবং কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। ছোট-বড় সব প্রতিষ্ঠানেই প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত শিক্ষার পাশাপাশি সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে যথেষ্ট সহায়ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কর্মীদের পেশাগত ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞান জাদুঘরের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো-

- Office Manners and Gender Sensitivity, Dress Code & Table Manners/Dining Etiquettes.
- Guidelines on Surveillance Audit and Sustainability & Innovation of Quality Management System.

- 'ভার্চুয়াল রিয়েলিটি' (VR) বিষয়ে কর্মশালা
- 'ডি-নথি ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ
- ই-গভর্ন্যান্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

অফিস শিষ্টাচার ও আচরণবিধি বিষয়ে প্রশিক্ষণ

অফিস শিষ্টাচার ও আচরণবিধি কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজন। পরিপাটি পোশাক, সুন্দর বাচনভঙ্গি, স্মার্ট গেটআপ, নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্য ইত্যাদির কথা আমরা সবাই জানি, অনেকেই সেটি মেনেও চলি। তাই এ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়ে শুদ্ধতা ও নৈতিকতা চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

অফিস শিষ্টাচার ও আচরণবিধিবিষয়ক প্রশিক্ষণের অংশ

শিক্ষার্থীদের নিয়ে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ

বাস্তবিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিজ্ঞান জাদুঘর জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের মাঝে। বছরের বিভিন্ন সময়ে এখানে বিজ্ঞানকে সম্পৃক্ত করে শিক্ষার্থীদের নিয়ে নানামুখী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এর অংশ হিসেবে সম্প্রতি অগ্নি-নিরাপত্তাবিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এ প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি জাদুঘরের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অগ্নি নির্বাপণ বিষয়ক এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এতে অংশগ্রহণকারী সব প্রশিক্ষণার্থী অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডারের ব্যবহারবিধি ও অগ্নি দুর্ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত সব বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অগ্নিদুর্ঘটনা রোধে সর্বজনীন সচেতনতা সৃষ্টির অংশ হিসেবে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় বিজ্ঞান জাদুঘরে।

অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জাদুঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

লার্নিং সেশন

বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তির আওতায় প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক লার্নিং সেশনের আয়োজন করা হয়। দক্ষ প্রশিক্ষকরা এ প্রশিক্ষণে আলোচনা উপস্থাপন করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করেন।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমাদের করণীয়' শীর্ষক লার্নিং সেশন

অংশীজনের সভা

অংশীজনের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে বিজ্ঞান জাদুঘর প্রতিনিয়ত তার কার্যক্রমে নতুনত্ব আনয়ন করছে। মূলত যাদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে বিজ্ঞান জাদুঘর, তাদের প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ করতে পারছে অথবা পারছেনা, সে সম্পর্কে জানা এবং করণীয় নির্ধারণের জন্যই এ ধরনের অংশীজনের সভা আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সঙ্গে কার্যক্রমের সামঞ্জস্যতা বিধান করা ও প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধন করা সহজ হয়।

অংশীজনের সভায় মতামত ব্যক্ত করছেন একজন শিক্ষক

উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় নতুনত্ব

S2-ACN PIPER বিমান স্থাপন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বহিরাঙ্গনে বিজ্ঞান শিক্ষার অংশ হিসেবে আলাদা একটি এভিয়েশন গ্যালারি রয়েছে। এই গ্যালারিকে আরও সমৃদ্ধ করতে নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে এ বিমানটি। বাংলাদেশ বিমানবাহিনী থেকে প্রাপ্ত এ বিমানটি বিজ্ঞান জাদুঘরের আকর্ষণকে বৃদ্ধি করেছে বহুগুণে।

গাংচিল মিলনায়তন সংস্কার

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের জন্য সংস্থার গাংচিল মিলনায়তন ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শনকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক নানা সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় এখানে। সম্প্রতি এ মিলনায়তনের পুরোনো ডেকোরেশন সংস্কার করে নতুন আঙ্গিকে সজ্জিত করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান সংস্কারকৃত গাংচিল মিলনায়তনের শুভ উদ্বোধন করেন।

সংস্কারকৃত গাংচিল মিলনায়তনের উদ্বোধন করছেন মাননীয় মন্ত্রী

সংস্থার নতুন গ্যারেজ নির্মাণ

সম্প্রতি বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রশাসনিক ভবনসংলগ্ন স্থানে যানবাহন পার্কিংয়ের সুবিধার্থে একটি নতুন গ্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে সংস্থার নিজস্ব যানবাহন ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের গাড়ি পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল স্থাপন

বিজ্ঞান জাদুঘরে দর্শনার্থীদের আকর্ষণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল। বিজ্ঞান জাদুঘরের চত্বরে স্থাপন করা হয়েছে সৌরজগৎ, মেট্রোরেল ও টাইটানিক জাহাজের সুদৃশ্য ম্যুরাল।

বহিরাঙ্গন দেয়ালে নির্মিত মেট্রোরেল ও টাইটানিক জাহাজের ম্যুরাল

শিশু কর্নার আধুনিকায়ন

বিজ্ঞান জাদুঘরে সাধারণ দর্শনার্থীদের পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের বিনোদনের জন্য রয়েছে পৃথক একটি শিশু কর্নার। এখানে শিশুদের খেলনা সামগ্রীর পাশাপাশি তাদের জন্য রয়েছে চিন্তা ও মননে সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য সহায়ক বিভিন্ন সৃষ্টিশীল সরঞ্জাম। এছাড়া জাদুঘর ক্যাম্পাসে স্থাপন করা হয়েছে আলাদা স্পাইরাল জোন, যা শিশু-কিশোরদের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য সহায়ক।

বিজ্ঞান জাদুঘরের শিশু কর্নারে শিশুদের আনন্দঘন মুহূর্ত

জাতীয় বিভিন্ন দিবস ও অনুষ্ঠান পালন

সংস্থায় গত ১৫ আগস্ট ২০২২ জাতীয় শোক দিবস, ১৬ অক্টোবর ২০২২ বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস, ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ মহান বিজয় দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ ২০২৩ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান সভা, রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং শুদ্ধাচারবিষয়ক শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে ১৮ অক্টোবর ২০২২ 'শেখ রাসেল দিবস' উপলক্ষে রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র ও অনাথ শিশু শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী, 'বিজ্ঞান চেতনায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ' শীর্ষক বিজ্ঞান বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ছোট শিশুদের প্রাণচাঞ্চল্যে জাদুঘরের পরিবেশ প্রাণবন্ত ও আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। এছাড়া দুস্থ শিশুদের হাতে নানা উপহারসামগ্রী ও খাবার তুলে দেওয়া হয়।

শেখ রাসেল দিবসে দুস্থ শিশুদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন মহাপরিচালক

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

ত্রিশ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। অনেক অশ্রু বিসর্জনে পাওয়া এ স্বাধীনতা আমাদের কাছে অত্যন্ত গৌরবের। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বয়ে নিয়ে চলেছে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পতাকা, গাইছে বিজয়ের গৌরবগাথা। তাই বিজয় দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিবছর দিনটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে আমরা নতুন প্রজন্ম এবং বিশ্বকে বারবার মনে করিয়ে দিই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযোদ্ধাদের কথা, বীর শহীদদের কথা। আমরা অনুপ্রাণিত হই আমাদের দেশ ও জাতির গৌরবময় ইতিহাসের কথা স্মরণ করে। এদিন বিজ্ঞান জাদুঘর আলোকসজ্জায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

বিজয় দিবসের আলোকসজ্জায় সজ্জিত বিজ্ঞান জাদুঘরের বহিরাঙ্গন

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্থে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

দেশের জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেন তাঁরা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। মৃত্যু তাঁদেরকে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকে পৃথক করতে পারেনি। দেশের জন্য তাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ দেশের মানুষ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বিজ্ঞান জাদুঘর কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ, সকল শহীদ এবং মুক্তিযোদ্ধার প্রতি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পক্ষ থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস, বিজয় দিবস ইত্যাদি বিশেষ দিনগুলোকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞান জাদুঘরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এতে অংশগ্রহণ করে। প্লে থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের নিয়ে তিনটি গ্রুপে এ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা

জাতীয় দিবসসমূহে রচনা প্রতিযোগিতা

বছরের বিভিন্ন সময় উল্লেখযোগ্য দিবসসমূহকে কেন্দ্র করে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজন করা হয় নানা প্রতিযোগিতা। ২৬ মার্চ, ২০২৩ স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়ায়, গড়বো সোনার বাংলা' শিরোনামে এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। স্বাধীনতা দিবসের এ রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শতাধিক শিক্ষার্থী। সিনিয়র ও জুনিয়র ২টি গ্রুপে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞানের চেতনায় উদ্ভাসিত শিক্ষার্থীরা ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন দিবসে বিজ্ঞানকে সম্পৃক্ত করে এ জাতীয় প্রতিযোগিতা আয়োজনের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও মননে বিজ্ঞানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

স্বাধীনতা দিবসে রচনা প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

বিজ্ঞান জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

২৬ এপ্রিল জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ১৯৬৫ সালের ২৬ এপ্রিল প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। সময়ের পরিক্রমায় এর পরিধি বেড়েছে বহুগুণে এবং কার্যক্রম বিস্তার লাভ করেছে দেশব্যাপী। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার সৌরভ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। এ ধারাবাহিকতায় ৫৭ বছর পেরিয়ে ৫৮তম বর্ষে পদার্পণ করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংবিধিবদ্ধ এ প্রতিষ্ঠান। এ উপলক্ষে সংস্থার মহাপরিচালক মহোদয় জাদুঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে বিজ্ঞান জাদুঘরের ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন এবং উপস্থিত সবার উদ্দেশে বিজ্ঞান জাদুঘরের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সমবেতভাবে কাজ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিজ্ঞান জাদুঘরের ৫৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারী

প্রকাশনায়-প্রচারণায় বিজ্ঞান শিক্ষা

সময়ের পরিক্রমায় এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিস্তৃত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই সার্বিক কার্যক্রমের চিত্র বিশদভাবে তুলে ধরতে বিজ্ঞান জাদুঘর থেকে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দর্পণ' নামে একটি বিশেষ ত্রৈমাসিক প্রকাশনা বের করা হচ্ছে। এছাড়া বিজ্ঞান জাদুঘরের বিশেষ প্রকাশনা 'নবীন বিজ্ঞানী' নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। এখানে দেশের তরুণ বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিজ্ঞান সম্পৃক্ত লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়, যা খুদে বিজ্ঞানী ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চার অনন্য সহায়ক হিসেবে বিবেচিত। এর পাশাপাশি বিজ্ঞান জাদুঘরে বিভিন্ন জাতীয় দিবসে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যেসব চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়, সেসব রচনা ও চিত্রাঙ্কনকে সংকলন করে আলাদা প্রকাশনা প্রস্তুত করা হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানের তথ্যসমৃদ্ধ প্রকাশনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২২-২৩ সালে ১০টি প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে।

ক্রমিক	প্রকাশনার নাম	প্রকাশকাল
১	বিজ্ঞান সাময়িকী নিউক্লিয়াস-৬ষ্ঠ সংখ্যা	জুলাই-২০২২
২	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দর্পণ-৬ষ্ঠ সংখ্যা	জুলাই-২০২২
৩	6th RUSC National Science Fiesta 2022	সেপ্টেম্বর-২০২২
৪	বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২	সেপ্টেম্বর-২০২২
৫	আটলান্টিকের টাইটানিক	অক্টোবর-২০২২
৬	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দর্পণ-৭ম সংখ্যা	জানুয়ারি-২০২৩
৭	নবীন বিজ্ঞানী	ফেব্রুয়ারি-২০২৩
৮	রিফ্লেকশন (দ্য ওভারভিউ অব সায়েন্স)	ফেব্রুয়ারি-২০২৩
৯	দেশ দেশান্তরে-জাদুঘরের আকর্ষণে	এপ্রিল-২০২৩
১০	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দর্পণ -৮ম সংখ্যা	মে-২০২৩

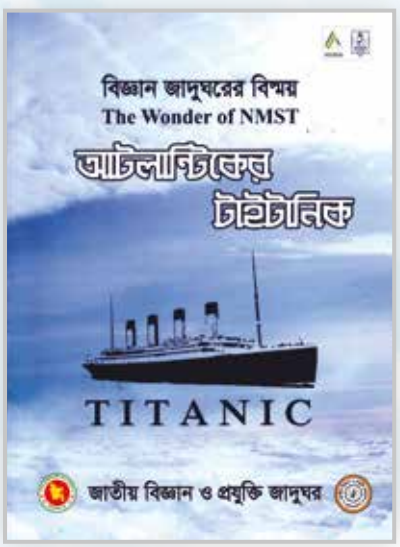

বার্ষিক প্রকাশনার অংশবিশেষ

বিজ্ঞান জাদুঘরের বোর্ড সভায় নতুন প্রকাশনার (দর্পণ ও আটলান্টিকের টাইটানিক) মোড়ক উন্মোচন

কর্মচারী কল্যাণ সমিতির প্রকাশনা 'উদ্দীপন'

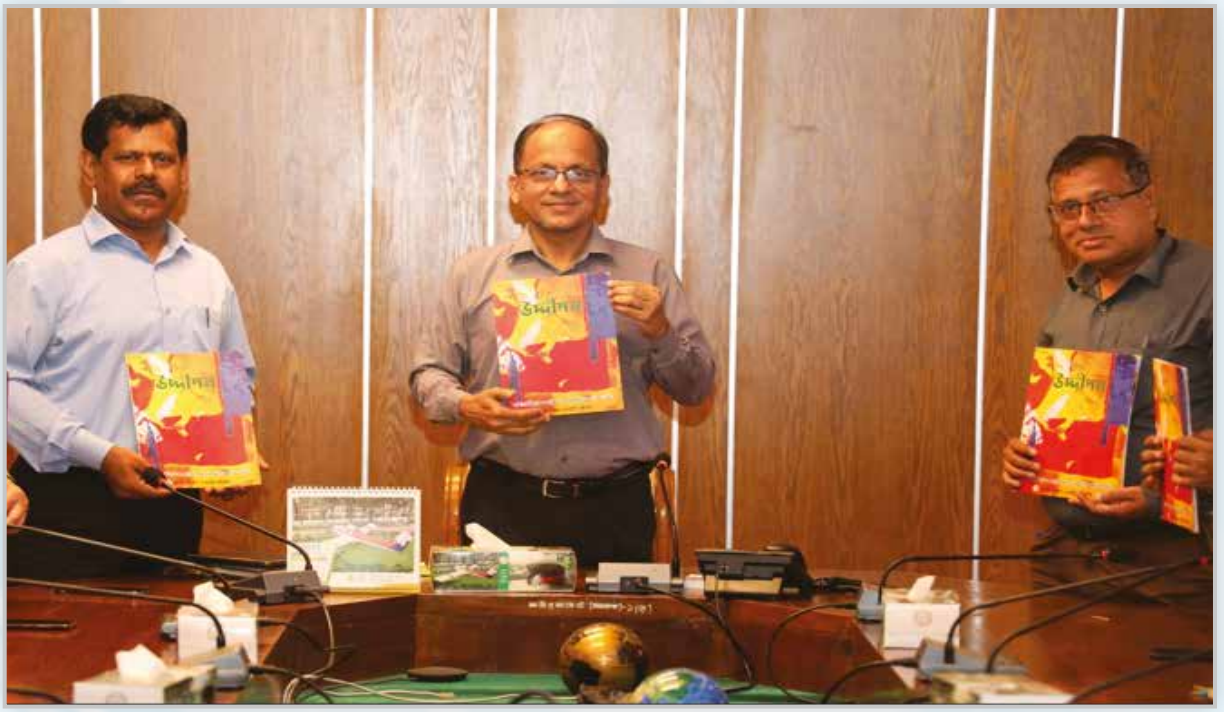

সংস্থার মাসিক সমন্বয় সভায় বিজ্ঞান জাদুঘরের কর্মচারী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'উদ্দীপন' প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচনে বিজ্ঞান জাদুঘরের কর্মকর্তারা

সবুজায়নের প্রাণ প্রকৃতিতে বিজ্ঞান জাদুঘর

প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের এক অপার মেলবন্ধনে সজ্জিত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। প্রকৃতি ও জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষ অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। বর্তমান সময়ে মানুষের বৃক্ষ নিধন আমাদেরকে নানাবিধ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। মানুষের এরূপ ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের মধ্যেও রাজধানী ঢাকার আগারগাঁওয়ে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রাঙ্গণে একখন্ড সবুজের আবহ তৈরির লক্ষ্যে জুন মাসের পরিবেশ দিবসকে প্রতিপাদ্য করে এক বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সংস্থার পরিচালক ও উপপরিচালকের সঙ্গে গাছের চারা রোপণ করেন মহাপরিচালক

সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে জাদুঘরের উত্তর প্রাঙ্গণে লেবু ও বাগানবিলাসের চারা রোপণের মাধ্যমে মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী এ বৃক্ষরোপণ ও সবুজায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। একটি পরিপূর্ণ বৃক্ষ বছরে ৯০০০ কেজি অক্সিজেন দেয় এবং ৭০০০ কেজি কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং মানবসভ্যতা টিকিয়ে রাখতে বৃক্ষের অবদান অপরিসীম। বিজ্ঞান জাদুঘরের আঙিনাকে সবুজে পরিণত করে পরিবেশ সুরক্ষার এক অনন্য কেন্দ্রে পরিণত করাই এ সবুজায়ন কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য। এখানে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির ফল, বনজ, ভেষজ ও ফুল গাছ, যা সাধারণ দর্শনার্থীদের কাছে বিজ্ঞান জাদুঘরের আকর্ষণকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

সবুজায়নের নতুন মাত্রা: ছাদবাগান

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সবুজায়নের বৈচিত্র্যে নতুন সংযোজন ছাদ বাগান। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ফলের গাছের পাশাপাশি নানা প্রজাতির সবজি চাষের ব্যবস্থা। এ যেন সবুজ প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের এক অপরূপ মেলবন্ধন।

বিজ্ঞান জাদুঘরের ছাদে তৈরি করা হয়েছে সবজি বাগান

নিয়োগ এবং পদোন্নতি কার্যক্রম

(ক) রাজস্ব খাতে ৭ ক্যাটাগরির পদে ১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে

ক্রমিক	পদের নাম	গ্রেড	নিয়োগকৃত জনবল
১	সহকারী কিউরেটর	০৯	৩ জন
২	লাইব্রেরিয়ান কাম ডকুমেন্টেশন অফিসার	০৯	১ জন
৩	উপসহকারী প্রকৌশলী	১০	১ জন
৪	গ্যালারী এ্যাসিস্ট্যান্ট	১৩	৩ জন
৫	গ্যালারী এ্যাটেনডেন্ট	১৮	১ জন
৬	অফিস সহায়ক	২০	২ জন
৭	গ্যালারী গার্ড	২০	১ জন
	মোট =		**১২ জন**

(খ) পদোন্নতি-সংক্রান্ত তথ্যাদি: কর্মকর্তা পর্যায়ে ১ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক	মূল পদ ও গ্রেড	পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ ও গ্রেড	সংখ্যা
১	গ্যালারী এ্যাসিস্ট্যান্ট (গ্রেড-১১)	সহকারী কিউরেটর (৯ম গ্রেড)	১ জন

বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলা

বিজ্ঞান জাদুঘর বছরব্যাপী নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমে জাদুঘরের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যস্ত সময় পার করে। তাই বাৎসরিক কার্যক্রমের একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে ও বিনোদনের এক নির্মল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজন করা হয় বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলার। এ মিলনমেলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন বিজ্ঞান জাদুঘরের মহাপরিচালকসহ সব পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ। বিজ্ঞান জাদুঘরের সবুজ চত্বরে নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশে আয়োজিত এ মিলনমেলা সবার মাঝে এক অনাবিল আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি করে। এ বনভোজন ও মিলনমেলাকে আরও বর্ণিল করে তোলে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আয়োজিত আলাদা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যেখানে সম্মিলিতভাবে সবাই অংশগ্রহণ করে।

বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলার কিছু আলোকচিত্র

বার্ষিক মিলনমেলায় সবাইকে অনুপ্রাণিত করে বক্তৃতা দিচ্ছেন মহাপরিচালক মোহাম্মাদ মুনীর চৌধুরী

কর্মকর্তাদের সঙ্গে 'হাঁটা' প্রতিযোগিতায় মহাপরিচালক

বার্ষিক বনভোজন ও মিলনমেলায় অংশগ্রহণ করেন নারী কর্মীরা

২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষরিত এপিএ বিজ্ঞান জাদুঘরের মহাপরিচালকের কাছে হস্তান্তর করছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব

বঙ্গবন্ধু মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র প্রকল্প

পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করে রাখা বিষুবরেখা, কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির সঙ্গে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত চারটি দ্রাঘিমা রেখার সংযোগস্থল মোট ১২টি। তাত্ত্বিকভাবে বলা হয়ে থাকে, মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য এই স্থানগুলো আদর্শ। তবে এই ১২টি ছেদবিন্দুর ১০টিই অবস্থিত বিভিন্ন সাগর-মহাসাগরে। স্থলভাগের মাত্র দুটি ছেদবিন্দুর একটি সাহারা মরুভূমিতে, অন্যটি ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার ভাংগাদিয়া গ্রামে।

ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার ভাংগাদিয়া গ্রামে কর্কটক্রান্তি ও ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মিলনস্থলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি একনেক সভায় পাস হয় ২০২১ সালে।

প্রকল্পের নাম: 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়ন মেয়াদ: ০১/০৭/২০২১- ৩১/১২/২০২৪।

প্রকল্পের মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) : ২১৩৩৮.৫৬।

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলায় নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাকাশ অবলোকন কেন্দ্রের মডেল

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

* জনসাধারণের জন্য মহাকাশ পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা;
* মহাকাশ বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রসারে উৎসাহিত করা;
* শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য মহাকাশ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ নিয়ে আগামীর অভিযাত্রা

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর দেশজুড়ে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশ্বায়নের যুগে বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রমের সব স্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসারের জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে, ইতিমধ্যে দেশের শিক্ষা কারিকুলামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়কে নতুন ও যুগোপযোগী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তত্ত্বীয় বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষাকে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আর এ কার্যক্রমে বিজ্ঞান জাদুঘর অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর তার বিদ্যমান কর্মকান্ডের সমান্তরালে বিজ্ঞানকে দেশের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের মাঝে জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজ্ঞান জাদুঘর দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হওয়ায় দেশব্যাপী এর কার্যক্রম বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে বিজ্ঞান জাদুঘরের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশের প্রতিটি বিভাগে সায়েন্স সেন্টার নির্মাণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, যা বিজ্ঞান জাদুঘরের রূপকল্পকে শতভাগ বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেই প্রত্যাশাকে চেতনায় ধারণ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞান প্রসারের মাধ্যমে একটি বিজ্ঞানসমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ গড়ে তোলা আমাদের স্বপ্ন।

তথ্য ও সম্প্রচারের দায়িত্বে যাঁরা:

মোঃ আনিসুর রহমান, কিউরেটর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মোবাইল-০১৬৭৫-১২৫২৬০

ই-মেইল- anisur_sm@yahoo.com

বিকল্প তথ্য কর্মকর্তা

মোঃ কায়ছার আব্দুল্লাহ, সহকারী প্রোগ্রামার ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মোবাইল- ০১৫১৫২৩৩৬৫৬

ই-মেইল- ap@nmst.gov.bd

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়

সৌরবাগান, ভ্রাম্যমাণ মিউজিয়াম, উড়োজাহাজ, ভাসমান টাইটানিক,
৪ডি মুভিবাস, ভি আর ও টেলিস্কোপে মহাকাশ দেখার জন্য আমন্ত্রিত।

https://www.facebook.com/nmstbdpg/

www.nmst.gov.bd

যোগাযোগ -
০১৭৩৩-৫৮৫৭৪১
০১৭২২-১২৬২৩১